জনাব মোস্তফা কামালের একটি লেখা নিয়ে

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল সম্প্রতি একটি সাইটে 'প্রবন্ধ' লিখেছেন অজয় রায়কে এবং সেই সাথে আমাকে আক্রমণ করে। যদি সেই সাইটের সম্পাদক সাহেব ইতোমধ্যেই অমৃতবাণীটি 'ডিলিট' করে দিয়ে না থাকেন, তবে এখানে তা পাওয়া যাবে :

http://www.shodalap.com/MMK_Identity.pdf

আসলে জনাব কামালের সমস্ত রাগের উৎস হচ্ছে নীচের লিঙ্কটি :

http://www.vinnomot.com/test/bangladesh/NoDearthOfExcusesForConAndCrooks.pdf

আমি মোস্তফা কামালের কোন আক্রমণেরই জবাব দেব না, শুধু সামান্য একটু ভুল ধরিয়ে দিতে চাই। তিনি উপরোক্ত প্রবন্ধের লেখক হিসেবে যে অজয় রায়কে আমার পিতা হিসেবে চালিয়েছেন, এ অজয় রায় আসলে সে অজয় রায় নন। উপরের লিংকটা থেকে পাওয়া প্রবন্ধের নীচে গেলে লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় -'**অজয় রায় : রাজনীতিক এবং কলাম লেখক**'। আমার পিতা অনিয়মিতভাবে মুক্তমনায় লেখেন বটে, তবে ভিন্নমতে লেখা পাঠান না, কিংবা তিনি কোথাও 'রাজনীতিক এবং কলাম লেখক' হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন না। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে আমার পিতার সংস্রব ছিল না, এখনও নেই। তিনি বর্তমানে 'শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ'-এর সাথে জড়িত, এবং এটি মূলত শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত একটি অরাজনৈতিক প্লাটফর্ম। এ ছাড়াও তিনি কিছু মানবাধিকার রক্ষাকারী অরাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। আর ভিন্নমতে প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধের অজয় রায় একজন পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ, এক সময় সিপিবি করতেন, এখন সম্ভবত আওয়ামীলীগ করেন আর বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত কলামিস্ট হিসেবে লেখেন। ভিন্নমত সম্পাদক সম্ভবত বাংলাদেশের কোন দৈনিক সংবাদপত্রের কলামকে পিডিএফ করে মোস্তফা কামালের লেখার উপর ছাপিয়ে দিয়েছেন, আর মোস্তফা কামাল সাহেবও আগাপাশতলা বিচার বিশ্লেষণ না করে তার প্রবন্ধে খিস্তি-খেউরের ঝড় তুলে দিলেন। তিনি মুক্তমনা সম্পর্কে এত অভিযোগ করলেন, অথচ একটিবার মুক্তমনায় গিয়ে তিনি দেখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না যে, সুপ্রিম কোর্টে ভাঙচুর নিয়ে অজয় রায়র উক্ত প্রবন্ধ মুক্তমনায় নেই। মোস্তফা কামালের অবগতির জন্য জানাই, আমার পিতা (ডঃ অজয় রায়) সুপ্রিম কোর্টে ভাংচুর নিয়ে কিছু লেখেন নি, এবং মুক্তমনা বা আর কোথাও পাঠাননি। কাজেই উদোর পিন্ডি দয়া করে বুধোর ঘারে চাপাবেন না। জনাব মোস্তফা কামাল শুধু তাই করেননি, অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমাকে তার লেখায় নিয়ে এসেছেন।

আমি এ সব অভিযোগের আগেও জবাব দিয়েছি, নতুন করে দেবার কিছু নেই। আমি আজকে শুধু দেখাতে চাইছি জনাব মোস্তফা কামালের রাগ আর খিস্তি-খেউর পুরোটাই মিথ্যার উপর এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের উপর রচিত। অর্থাৎ তার পুরো লেখাটাই ভুল তথ্যের উপর বেস করে ভিত্তিহীন একটি আক্রমাণাত্মক 'গা-জোয়ারী' লেখা। এইটুকু বলাই মনে হয় আপাততঃ যথেষ্ট। আর তাছাড়া, এত রাগ কেন রে ভাই? মতের মিল না থাকলেই কি গাল পারতে হবে? এর আগেও আরেক ওয়েব-রাইটার আমাকে ভিন্নমতের 'অভিজিৎ সাহা' ভেবে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে প্রবন্ধ লিখে ফেললেন, আমাকে বিন-লাদেন বানিয়ে দিলেন। পরে দেখা গেল দু'জন দুই অভিজিৎ। কাজেই গালাগালি করার আগে আরেকটিবার ভাবুন। আগা গোরা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে লিখে আর কুৎসিৎ ভাষায় জোরে জোরে

গাল পারলেই তো সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না! আমরা তো এগুলোর উর্ধ্বে উঠে লেখালিখি করতে পারি, তাই না?

সবাইকে ধন্যবাদ
অভিজিৎ রায়
১৩/১২/২০০৬